দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 19 AUG 1993 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে

আমি ১৯৯০-৯১ শিক্ষা বর্ষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি ডিগ্রী কলেজে বিএসএস (পাস) কোর্সে ভর্তি হই। আমার আর্থিক অসুবিধার দরুন '৯২ সনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারি নাই। পরবর্তীতে '৯৩ সনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিয়ে যথারীতি নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্যে কলেজে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম যে, কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার কোন পরীক্ষা নিতে পারবেন না। এমনকি '৯৩ সনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারব কি-না এরও সুনির্দিষ্ট জবাব দিতে পারেননি। উল্লেখ্য যে, '৯৩ সনের নিয়মিত পরীক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত হবে। ইতিপূর্বে যারা চট্টগ্রাম বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তি হয়েছে তাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও কলেজ রোল নং কলেজ কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং সেই অনুপাতে ফরমও নিয়ে এসেছেন। এ পরিস্থিতি আমার মত আরো অনেকে আছে '৯৩ সনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ অনিশ্চিত। এমতাবস্থায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট সবিনয় আবেদন আমাদের ভবিষ্যৎ অনুধাবনপূর্বক পুনঃ ভর্তি হওয়ার সময় বৃদ্ধি নতুবা '৯২ সালের অকৃতকার্য ও বহিস্কৃত ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে '৯৩ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রইল।

—এস এম ইকবাল কবির,
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

॥ ২ ॥

আমরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৩ সনের বিএ/ বিকম পাস প্রাইভেট পরীক্ষার অংশগ্রহণ করতে চাই। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রিশন করার সে সময় নির্ধারণ করেছিল তা ইতোমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে, এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেকের পক্ষেই বিভিন্ন কারণে রেজিস্ট্রেটশন করা সম্ভব হয়েনি। তাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট আমদের আকুল আবেদন এই যে, রেজিস্ট্রেশন-এর সময়সীমা বর্ধিত করতঃ আমাদেরকে রেজিস্ট্রেশন করার সুযোগ দিয়ে আমাদের মত আরো হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী, প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের উপকার করলে চির বাধিত হবো।

সোহেল, খোকন, রুবী, জসিম,
কধুরখীল, চট্টগ্রাম।

॥ ৩ ॥

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল এখনো প্রকাশিত হয় নাই। স্বল্পসংখ্যক আসনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা অনেক বেশী। অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা এখন কলেজে পড়া-লেখা থেকেও বঞ্চিত। কারণ ১৫ই জুন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলোতে ভর্তির তারিখ শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলে, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী আজ উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত।

কোথায়ও একটি ভর্তি কপালে জুটিতেছে না। আমাদের মত গরীব ও মধ্যবিত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ২/৩ বার ভর্তি হওয়া খুবই কষ্টকর ব্যাপার। উল্লেখ্য, যারা কলেজগুলোতে ভর্তি হয়েছে তাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে। ফলে, কলেজগুলোতে বেশ কিছুসংখ্যক আসন খালি হয়ে গিয়েছে। ভর্তি সংকটের এই দিনে আসনগুলো খালি থাকা অর্থহীন।

তাই মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী সমীপে আমাদের আকুল আবেদন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলোতে কমপক্ষে ১৫ দিনের জন্য হলেও ডিগ্রী (পাস/ অনার্স) ক্লাসে ভর্তির অনুমতি দিয়ে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করিবার সুযোগ দিন। না হয় আমাদের জীবনটা এখানে পঙ্গু হয়ে যাবে। চ্যান্সেলর হিসেবে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আমাদের দাবী বেশী। এ দাবী পড়ালেখা করিবার জন্য। উল্লখ্য, প্রত্যেকটি বিশ্ববিদ্যালয় ৩/৪ বার ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেয় (যারা অপেক্ষমান তালিকায় থাকে)। আমরাও সেই সুযোগ পাওয়ার অধিকারী।

—মানিক ইকবাল, সাহেদ,
৪৭৭ নং পশ্চিম বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

॥ ৪ ॥

ইতিমধ্যে ১৯৯৩ সনের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ডিগ্রী পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। যথাসময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে শুনে আমাদের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমীপে বিবেচনার জন্য আমরা কতিপয় বিষয় এখানে উপস্থাপন করছিঃ (১) গত কয়েক সনের CU এবং DU Bsc পাস কোর্সের পদার্থ বিজ্ঞানের প্রশ্নগুলো দেখার জন্য অনুরোধ করছি। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, DU পরীক্ষার্থীদের জন্য পদার্থ বিজ্ঞানে (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডের) ৭৫ মার্কের জন্য ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। পক্ষান্তরে CU পরীক্ষার্থীদের সমান সময় ও সমান মার্কের জন্য ৭টি প্রশ্নের উত্তর করতে হয়।

(২) সময়ের তুলনায় প্রশ্নের সংখ্যা বেশী হওয়ায় ছাত্রদের পক্ষের সবক'টি প্রশ্নের উত্তর দেয়া মোটেই সম্ভব হয় না। ফলে, অনেকেই ভাল রেজাল্ট করার আশায় কঠোর পরিশ্রম করলেও আশানুরূপ রেজাল্ট হয় না। যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায়, প্রতি বৎসর DU এবং CU-এর রেজাল্ট খুব বেশী পার্থক্য হয়।

সুতরাং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমীপে আমাদের অনুরোধ, এহেন বৈষম্য দুর করে এবং সময়ের কথা বিবেচনা করে ১৯৯৩ সনের Bsc (পাস) পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়ন করার আবেদন জানাচ্ছি।

—ইউসুফ, আনোয়ার, জসিম,
এম, সি, কলেজ, সিলেট।